











অমরসিংহ ।

OR

SHAKSPEARE'S TRAGEDY

OF

H A M L E T .

৯/ ৭৮৫

শ্রীপ্রমথনাথ বসু প্রণীত ।

“ False face must hide what  
the false heart doth know ”

Macbeth.

“ অথবা কৃতবাগ্‌দ্বারে বংশেশ্মিন্‌ পূর্বস্মৃতিভিঃ ।

মণিবজ্র সমুৎকর্ণে সূত্রসেবাভিঃ মেগতিঃ ॥ ”

রঘুবংশঃ ।

কলিকাতা

চিৎপুর রোড ২৮৫ নম্বর শোভাবাজার

শ্রীঅরুণোদয় ঘোষ দ্বারায়

বিদ্যারত্ন মন্ডে মুদ্রিত ।

ନଂ = ୧୦୮  
ସାମାଜିକ  
A.C. ୨୦୨୨  
୨୪/୦୮/୨୦୨୨

## বিজ্ঞাপন ।



যাঁরা মহাকবি সেক্সপিয়ার কৃত হ্যামলেট পাঠ করি-  
নাছেন তাঁহাদের নিকট যে এই অমরসিংহ আদৃত হইবে এ  
আশা দুরাশা মাত্র । তথাপি ইদানীন্তন সহৃদয় মহোদয়গণের  
নাট্যরসে অনুরাগ দর্শন করিয়া আমি ইহাকে বঙ্গসমাজ-  
হস্তে অর্পণ করিতে উৎসাহিত হইলাম । যদি এই অমর  
সিংহ ক্ষণকালের নিমিত্ত বঙ্গবাসীগণের মনোরঞ্জন করিতে  
পারে তাহা হইলে আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিব ।

ত্ৰীপ্রমথনাথ বসু ।

কলিকাতা । বাগবাজার । }  
১ অগ্রহায়ণ-সন ১২৮১ মাল }





## নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ।



বিজয়সিংহ .....	.....	যোধপুরাধিপতি ।
অমরসিংহ .....	{	বীরেন্দ্রসিংহের পুত্র ও বি- জয়সিংহের ভ্রাতৃপুত্র ।
সুধীর .....	.....	মন্ত্রী ।
বিনয় . ...	.....	অমরসিংহের বন্ধু ।
আদিত্য ...	.....	সুধীরের পুত্র ।
রতিকান্ত .....	{	... প্রধান সভ্যগণ ।
প্রতাপচন্দ্র .....		
বিভাগুক .....		
বিষধর .....		
পূর্ণানন্দ .....	{	... সৈনিক ত্রয় ।
ভূপসিং .....		
উদয়সিং .....		
জয়সিং .....		
হরিহর .....	.....	সুধীরের ভৃত্য ।

বীরেন্দ্রসিংহের ভৃত্য ।

মহাবল .....

অভিনেতৃবর্গ, সভ্যগণ, সেনাপতি, দূত, ভৃত্য, ইত্যাদি ।

স্ত্রীগণ ।

বিমলা... ..

সরোজিনী .....





# অমরসিংহ ।

প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম গর্তাঙ্ক ।

বোধপুর ।—ভূর্গের সম্মুখস্থ কাঠের বেদী ।

অমরসিংহ দণ্ডায়মান, উদয়সিংহের

প্রবেশ ।

উদ । (সচকিতে) কেও ?

অম । তুমি কে আমার পরিচয় দাও ?

উদ । আমি হে, চিন্তে পার্চ না ?

অম । উদয় সিং ?

উদ । হ্যাঁ ।

অম । ভূমিত ঠিক তোমার চৌকীদেবার সময় এসেচ ।

উদ । রাত যে ভূপুর হয়ে গেছে ; তুমি এখনো শুতে  
যাওনি ? যাও যাও শোওগে ।

অম । তুমি ভাই আমার বাঁচালে । উঃ কি ভয়ানক  
শীত পড়েচে ! বাবা হাড়ে কাঁপিয়ে দিচ্ছে ।

উদ । কি হে তোমার পাহারার সময়ত কিছু গোলমাল ঘটেনি ?

জয় । গোলমাল ! একটা ই ছুরও নড়েচে ?

উদ । আচ্ছা তুমি যাও ; আর তোমার সঙ্গে যদি আমার জুড়িদারদের দেখা হয় তা হলে তাদের শীগগির আসতে বোলো ।

( জয়সিংএর নিকট হইতে কিঞ্চিৎ  
দূরে গমন । )

( নেপথ্যে পদশব্দ । )

জয় । ( স্বগতঃ ) আমার বোধ হচে ভারি আসচে ।  
( নেপথ্যাভিমুখে চাহিয়া প্রকাশ্যে ) কেও ?

বিনয় ও ভূপসিংএর প্রবেশ ।

বিন । এই রাজ্যের এক জন বন্ধু ।

ভূপ । আর আমি ভূপসিং ।

জয় । তোমরা তাই ভাল !

ভূপ । এখন পাহারায় কে আছে হে ?

জয় । উদয় সিং । আমি ভাই চলুম ।

[ জয়সিংএর প্রস্থান ।

ভূপ । ( উচ্চৈঃস্বরে ) উদয় সিং ! উদয় সিং !

উদ । কি হে ! সঙ্গে আবার কে ?

বিন। চিন্তে পারবে না ।

উদ। বিনয় বাবু! আমুন আমুন ।

ভূপ। কি হে আজ রাত্তিরে সেটাকে দেখতে পেরেচ?

উদ। এখন ত পাই নি।

ভূপ। বিনয় বাবু বোলচেন সেটা আমাদের কেবল চোকের ভ্রম । আমরা সেই ভয়ানক মূর্তি দ্বারা দেখেচি তবু ইনি বিশ্বাস কচ্চেন না তাই আজ এঁকে দেখাবার জন্যে ডেকে এনেচি । আজ একবার এলে হয়, এঁকে তার সঙ্গে কথা কৈতে হবে । কেমন তা হলেই ত আপনার বিশ্বাস হবে?

বিন। দূর! ভূত আবার আচে আর সে আবার আসবে!

উদ। আপনি ভূত মানেন না; বেশ কথা । আমরা ছুরাত্তিরে যা দেখেচি আপনি শুনুন, দেখি আপনার বিশ্বাস হয় কি না?

বিন। আচ্ছা বল ।

উদ। কাল রাত্তিরে যখন ঐ তারাটি আকাশের পশ্চিম ভাগে ঢলে পোড়ে, ঠিক ঐখানে বিকস্মিক কচ্ছিল, আমি আর ভূপসিং—তখন রাত প্রায় একটা—

ভূপ। চুপকর চুপকর, ঐ দেখ আস্চে ।

ভূতের প্রবেশ ।

উদ । এর চেহারা ঠিক আমাদের সেই রাজার মতন ।

ভূপ । বিনয় বাবু আপনি বিজ্ঞ, আপনিই ওকে কিছু বলুন ।

উদ । (বিনয়ের প্রতি) কেমন মশাই, ঠিক সেই রাজার মতন দেখতে না ?

বিন । ঠিক, কিছু ভিন্ন নেই । ওঃ—আমার বুক ছড় ২ কচ্ছে ; কি আশ্চর্য্য !

উদ । এর সঙ্গে কথা কৈবার কোন আপত্তি নাই । ওর মুখের ভাব দেখে টের পাচ্ছেন না ?

ভূপ । বিনয় বাবু ! ওকে কিছু জিজ্ঞাসা করুন ।

বিন । (ভূতের প্রতি) কেও ? (ক্ষণেক পরে) কথা কৈচ না যে ?

ভূপ । দেখ্চ বিরক্ত হয়েছে ।

উদ । ঐ দেখ সরে গেল ।

বিন । (ভূতের প্রতি) দাঁড়াও, বা জিজ্ঞাসা করুন তার জবাব দাও ?

ভূপ । জবাব দেবে ! ঐ চলে গেল ।

[ভূতের প্রস্থান ও বিনয়ের কম্পিত কলেবরে  
দণ্ডায়মান ।]

উদ । কিগো বিনয় বাবু, আপনি যে কাঁপতে লাগলেন ; ভয়পেয়েছেন নাকি ? কেমন আর আমা-

দের চোকের ভ্রম বোলবেন, এখন বিশ্বাস  
হয়েচে ত ?

বিন। মাইরি আমি স্বচক্ষে না দেখলে কখনই বিশ্বাস  
কর্ত্তম না।

ভূপ। কেমন ওকে বীরেন্দ্র সিংহের মতন দেখতে  
না ?

বিন। তার আর কথা ! ঠিক সেই চেহারা। কি  
আশ্চর্য্য ! আবার দেখেচ তিনি যে পোশাক  
পরে গ্রীনগরের রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন  
এর গায়েও সেই পোশাক ! আর তিনি রাগা-  
বিত হলে যেকপ মুখভঙ্গী কর্তেন এও সেইকপ  
কল্পে।

ভূপ। গত দুরাত্রে যখন আমরা পাহারা দিচ্ছিলুম,  
তিনি ঠিক এই সময় আমাদের স্মৃখ দিয়ে বীরের  
মতন চলে গেছিলেন।

বিন। আমাদের ভাগ্যে যে কি আছে তা বোলতে  
পারি নি। বাহোক রাজ্যে কোন দুর্বটনা অব-  
শ্যই ঘটবে।

ভূপ। আচ্ছা আপনি বোলতে পারেন আমাদের  
দেশে এত হলস্থল পড়ে গেছে কেন ? আমাদের  
এত সাবধান হয়ে পাহারা দিতে হচ্ছে আর এত  
অস্ত্র শস্ত্রের আমদানি হচ্ছে ?



বিন। আমি যা জনরব শুনেছি তাই বোলতে পারি ;  
 ত্রীনগরের রাজা বীরেন্দ্র সিংহের নিকট কতক  
 গুলি দেশ হারেন। সেই গুলি উদ্ধারের জন্যে  
 ত্রীনগরের যুবরাজ চেষ্টা কছেন। তাঁর এ আশা  
 যত সফল হবে তাত দেখতেই পাচ্ছি। কেবল  
 সৈন্যগুলি খোয়াবেন আর কি। যুদ্ধ হবে বো-  
 লেই এত হুলস্থূল পড়ে গেছে।

উদ। আমারও ঐ কারণ বোধ হচ্ছে। তার সাক্ষি  
 আমাদের যুত মহারাজের অস্ত্রধারণ করে আস-  
 বার আবশ্যক কি, কেবল তিনিই এই যুদ্ধের  
 আদি কারণ বোলেই না ?

বিন। ভূতগুল বড় আপুদে জিনিস্। ওরা এলেই  
 একটা না একটা বিপদ ঘটে। আমি শুনেছি  
 দ্ব্যধোদনের যুত্য়ার পূর্বে হস্তিনাপুরের পথে  
 পথে ভূতগুল গোলমাল করে বেড়াত ; ধূম-  
 কেতু, রক্তবৃষ্টি, সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ আরো কত  
 শত অমঙ্গল সূচক ঘটনা ঘটেছিল।

ভূতের পুনঃ প্রবেশ ।

চুপ চুপ, ঐ দেখ আবার আসচে। আমি মরি আর  
 বাঁচি ওর কাছে যাই। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া  
 ভূতের প্রতি) তুমি কি বীরেন্দ্র সিংহ? এবার  
 কথা না কৈলে ডারি গোল বাধবে।

( নেপথ্যে কুকুট রব । )

( ভূপসিংএর প্রতি ) ভূপসিং ওকে খামাঙ ।

ভূপ । ( অসি নিষ্কাশিত করিয়া ) মারবো না কি ?

বিন । কাজেই যদি না দাঁড়ায় ।

উদ । ঐ হেতা ।

বিন । ঐ হোতা গেল ।

[ ভূতের প্রস্থান ।

ভূপ । কৈ আর ত নেই ! আমাদের ওকে তাড়াতাড়ি করা ভাল হয় নি ওর গায়ে কি আঘাত লাগে ও হাওয়া বইত নয় ! আমাদের হুঁড়ু হুঁড়ুই মার হোল ।

উদ । কথা কয় কয়, এমন সময় কঁকড় ডেকে উঠল ।

বিন । আর তখনি ও চোরের মতন ভয়ে পালিয়ে গেল দেখেচ ? আমি শুনেচি সকাল হলে ভূতের আগুনেই থাক আর জলেই থাক যেখানে থাকুক না কেন আপনাদের কারাগারে ফিরে যাবে । তাতে দেখতে পেলো ? ( চতুর্দিক অবলোকন করিয়া ) এই যে সকাল হয়ে পড়লো ; —

উদিল অরুণদেব রক্তবস্ত্র পরি ।

নিশির শিশির সিক্ত পূর্ষ শৈলোপরি ॥

চল এখন আমরা যুবরাজ অমরকে এবিষয় জানাইগে । এ আমাদের সঙ্গে কথা কৈলে না কিছু

তঁার সঙ্গে কথা কৈতে পারে । যুবরাজ আমা-  
দের ভাল বাসেন, তাঁকে এটি জানান উচিত  
কি বল ?

ভূপ । অবশ্য তার আর কথা । আমি জানিগে তঁার  
সঙ্গে কোথায় ভাল করে কথা হতে পারে ।

[ সকলের প্রস্থান ।

প্রথম অঙ্ক ।

## দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক ।

যোধ পুরের রাজবাটীর প্রাঙ্গণ ।

বিজয়সিংহ, বিমলা, অমরসিংহ, সুধীর, আদিত্য,  
প্রতাপচন্দ্র, রতিকান্ত এবং অন্যান্য সন্ত্যগণ  
আসীন ।

বিজ । যদিও আমার প্রিয় ভ্রাতার মৃত্যু অদ্যাপি অম-  
রের হৃদয় হতে অপনীত হয় নি আর যদিও  
আমাদের বিষাদে মগ্ন থাকা উচিত তথাপি ত্রুহ  
প্রজা শাসন তার মনে আন্দোলন করে, আমরা  
সেই দুঃখকে জ্ঞানীলোকের স্মার দমন কর্তে  
বাহ্য হয়েছি । সন্ত্যগণ ! আমি আপনাদের  
জ্ঞানগর্ভ অনুমতি ক্রমে আমার শালিকে এই

বীরজননী রাজ্যের অধীশ্বরী করে বিবাহকরেচি ।  
কিন্তু আমার ভাতার মৃত্যু হওয়াতে এই বিবাহ  
করে সম্পূর্ণরূপে সুখী হতে পারিনি । এক্ষণে  
বক্তব্য এই যে শ্রীনগরের যুবরাজ মহাবল আমা-  
দের সৈন্যসামন্ত অল্প বিবেচনা করে তাঁর  
পৈতৃক দেশ সকল উদ্ধারের জন্য আমাদের  
যুদ্ধে আহ্বান করেছেন । সেই জন্য আমি তাঁর  
খুড়াকে পত্র লিখিলাম যে তিনি যুবরাজকে এ  
বিষয়ে ক্রান্ত হতে বলেন । তিনি বোধ হয় কুমা-  
রের এ সকল আচরণের বিষয় শোনে নুনি তাই  
পূর্বেই নিষেধ করেন নি । তিনি নিষেধ কল্পে  
মহাবল কখনই আমাদের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ  
কর্ত্তে পারবেন না ; কেননা তাঁর নিজের কোন  
সৈন্য নাই, বুদ্ধ নরপতির প্রজারাই তাঁকে  
সাহায্য কর্চে । প্রতাপচন্দ্র আর রতিকান্ত এই  
পত্র নিয়ে যাবেন । (প্রতাপ ও রতিকান্তের  
প্রতি) আপনারা বুদ্ধ নরপতিকে আমার নমস্কার  
জানিয়ে এই পত্র দেবেন আর এ বিষয়ে যা যা  
আবশ্যক তাও করবেন ।

প্রতাপ, রতি । যে আছে । আমরা তবে চলুম ।

[ প্রতাপ ও রতিকান্তের প্রস্থান ।

বিজ। আদিত্য ! তুমি না আমার কাছে কি প্রার্থনা করবে বলেছিলে? তুমি বা চাইবে তাই পাবে। আমার বুদ্ধি বলো, বল বলো, সকলি তোমার পিতা; তোমাকে আমার অদেয় কি আছে?

আদি। মহারাজ ! আমি আপনার রাজ্যাভিষেক দেখবার জন্য এখানে এসেছিলাম এক্ষণে আপনার অনুমতি পেলে পুনরায় অবোধ্যায় যাই।

বিজ। ( আদিত্যের প্রতি ) তোমার পিতার মত হয়েছে? ( সূর্যীরের প্রতি ) মন্ত্রী কি বল?

সূর্যী। আজ্ঞে আমাকে অনেক করে রাজি করেছে। এখন মহারাজের অনুমতি সাপেক্ষ।

বিজ। আদিত্য ! তবে তুমি শুভক্ষণে যাত্রা কোরো। দেখ সেখানে বৃথা সময় নষ্ট কোরো না। ( অমর সিংহের প্রতি ) অমর ! তোমায় এত অনুরোধ দেখাচি কেন?

অমর। বিলক্ষণ মহারাজ, আমি আপনার অনুগ্রহে স্তূথে আছি।

বিম। অমর ! বাছা দুঃখ করে কি হবে ! তুমি কাঁদলে কি আর তোমার পিতাকে পাবে? এত ধরাই আছে যে জন্মালেই মৃত্যু হবে।

অমর। মা ! আপনি যা বলচেন তা সত্য।

বিম। তবে বাছা তোমায় এত বিমর্ষ দেখছি কেন ?

অম। মা ! কঁদলেই কি বিমর্ষ হয়ে থাকলেই কি  
 দুঃখ প্রকাশ হয় ! এ সব দুঃখের বাহ্যিক চিহ্ন  
 বহিত নয়। আমার মনে যে কি হচ্ছে তা আর  
 কি বোলব !

বিজ। অমর ! তোমার সম্ভবমত শোক করা উচিত ।  
 এ রকম জ্ঞীলোকের আয় শোক করা কি পুরু-  
 ষের উচিত ? তোমার পিতার পিতার ও ত এক  
 সময় কাল হয়েছিল কিন্তু তিনি কি তোমার  
 মতন এত দিন শোকাকুল ছিলেন ? কখনই না ।  
 ছি ছি এ রকম দুঃখ কল্পে ঈশ্বরের অপমান  
 করা হয় । যখন জানা যাচ্ছে যে জন্মালেই মৃত্যু  
 তখন মৃত্যুর জন্ত শোককরা জ্ঞানীলোকের উ-  
 চিত নয় । তুমি এই বৃথা শোক পরিত্যাগ করে  
 আমাকেই পিতার মতন ভক্তি কর , আমি প্রাণ  
 ত্যাগ কল্পে তুমিই রাজা হবে । আর তুমি জয়-  
 পুরের বিদ্যালয়ে যেওনা আমাদের কাছে থাক-  
 লেই আমরা সুখী হই ।

বিম। বাছা মার কথা রাখ, জয়পুরে যেওনা, আমাদের  
 কাছে থাক ।

অম। মা ! আমার প্রাণ থাকতে আপনার অবাধ্য  
 হবে না ।

বিজ। অমরের কথা শুনে আমি অতিশয় আনন্দিত হয়েছি। প্রিয়ে ! এস আমরা আমোদ প্রমোদ করিগে।

( অমরসিংহ ভিন্ন সকলের প্রস্থান। )

অম। এই সব আমার স্বচক্ষে দেখতে হচ্ছে। এখন কেন প্রাণত্যাগ করিনা ?—না—আত্মহত্যা মহাপাপ ! আত্মহত্যা করলে যে ঈশ্বরের নিকট দণ্ডনীয় হব তার আর সন্দেহ নাই। হায় ! পৃথিবীর কুৎসিত-রীতিতেই সর্বনাশ হল ! এমন হবে তা স্বপ্নে ও জাদুতে না ! তবে একমাস তাঁর মৃত্যু হয়েছে এর মধ্যে পুনরায় বিবাহ হয়ে গেল ! তিনি মাকে কত ভাল বাসতেন ! হায় ! তাঁর কথা মনে হলে দুঃখ হয় ! কথায় বলে সুখ বাড়ালেই বাড়ে ; মার তাই হয়েছে। এক মাসই থাক—দুঃখ হোক আর ভাববো না—চাঞ্চল্য ! তোমারি নাম জীজ্ঞাতি ! কি আশ্চর্য্য জীলোকের মন কখন যে কার উপর পতিত হয় তা বলা যায় না ! হায় জ্ঞানহীন পশু ও বোধ হয় আরো অধিক কাল শোকাকুল থাকত ! চোকের জল অপনীত না হতে হতেই মা পুনরায় বিবাহ কল্লেন ! কেবল অগম্য শয্যায় শয়নের জন্তেই

কি এত শীঘ্র বিবাহ হল? হৃদয়! তুমি এখনো  
বিদীর্ণ হচ্ছ না ?

বিনয়, উদয়সিং ও ভূপসিংএর প্রবেশ ।

বিন। যুবরাজের কুশলত ?

অম। তুমি ভাল আছ ?

বিন। যেমন দেখতে পাচ্ছেন ।

অম। তুমি যে বড় জয়পুর থেকে এয়েচ ?

বিন। লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছি, তাই এখানে এলুম ।

অম। তোমার শত্রুরাও একথা বোলতে পারেনা ।

বলনা কেন এয়েচ ?

বিন। আপনার পিতার আন্ধ উপলক্ষে এসেছিলাম ।

অম। আমাকে ভাই উপহাস কর কেন? মার বিবাহ  
দেখতে এসেছিলে ?

বিন। হ্যাঁ সেটাও পিটপিটি হয়েছে বটে ।

অম। খরচ বাঁচাবার পন্থা বইত নয়! আন্ধের জন্য যে  
সকল খাদ্য আয়োজন হয়েছিল সেই গু লি  
বিবাহের ভোজে লেগে গেল। সে দিন দেখার  
চেয়ে আমার মরণ ছিল ভাল! বিনয়! যেন  
ভাই আমি পিতাকে দেখতে পাচ্ছি ।

বিন। কোথায় ?

অম। আমার মনে তাঁর চেহারা এমুনি গাঁথা রয়েছে ।



বিন। কাল রাত্রে আমি যেন তাঁকে দেখেছি।

অম। দেখেচ! কাকে?

বিন। আপনার পিতাকে।

অম। (সংশয়) আমার পিতাকে!

বিন। আমি যা বলি আপনি একটু স্থির হয়ে শুনুন।  
(ভূপসিং ও উদয়সিংকে দেখাইয়া।) এরা দুজন  
ও আমার সাক্ষী আছে।

অম। আচ্ছা বল, বল।

বিন। ঠিক রাত দুপুরের সময় ভূপসিং আর উদয়সিং  
পাহারা দিতেও তাঁকে ছুরাভিরে দেখতে পায়।  
তাঁকে আপাদ মস্তক সাজেয়া পরা দেখে এরা  
ভয় পেয়ে কিছু বলতে পারে নি। তার পর  
আমায় চুপিং বলে তৃতীয় রাত্রে আমি এদের  
সঙ্গে পাহারা দি। এরা যা বলেছিল তাই ঘটলো  
আমি আপনার পিতাকে জাস্তম দেখেই চিন্‌লুম।

অম। কোথায় দেখলে?

ভূপা গড়ের স্বমুখে।

অম। তুমি কিছু জিজ্ঞাসা করলেন?

বিন। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলুম কিন্তু জবাব পাইনি  
তার পর তিনি কথা কবার উপক্রম করেছিলেন  
কিন্তু তখনি কুকড়োর ডাক শুনে কোথায়  
গেলেন আমরা আর দেখতে পেলুম না।

অম। কি আশ্চর্য্য ! আজ রাতে কি তোমরা পাহারা  
দেবে ?

সকলে । দোবো বইকি ।

অম। আপাদ মস্তক সাজোয়া পরা ছিলনা বজ্জে ?

সকলে । আজ্ঞে হ্যাঁ ।

অম। তবে তোমরা তাঁর মুখ দেখতে পাওনি ?

বিন। মুখ দেখতে পেয়ে ছিলাম বই কি । তাঁর মুখের  
ঢাকাটা তোলা ছিল ।

অম। তাঁকে কি ক্রোধান্বিত বোধ হল ?

বিন। তাঁকে বিষয়ই দেখলাম অনেকক্ষণ অমর  
দিকে চেয়েছিলেন

অম। হায় ! আমি যদি সেখানে থাকতুম ।

বিন। তাহলে আপনি অত্যন্ত বিস্মিত হতেন ।

অম। হতেপারে ; তিনি কতক্ষণ ছিলেন ?

বিন। বেশী তাড়াতাড়ি করে না গুনলে একশ গুন্তে  
যত দেরি লাগে ।

ভূপ। না, না, আরো বেশীক্ষণ ।

বিন। আমি যখন দেখেছিলাম তখনই নয় ।

অম। আমি আজ তোমাদের সঙ্গে পাহারার সময়  
থাকুব । আজো আসতে পারেন ?

বিন। নিশ্চয় আসবেন ।

অম। আমার প্রাণ যায় সেও স্বীকার, তবু আজ তাঁর

সঙ্গে কথা কব । তোমরা এ বিষয় প্রকাশ কোরে।  
না । আমি রাত ১১টা ছপূরের মধ্যেই তোমা-  
দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করোঁ ।

সকলে । যে আজ্ঞে ।

( ভূপসিং উদয়সিং ও বিনয়ের প্রস্থান । )

অম । পিতা ভূতযোনি প্রাপ্ত হয়ে সশস্ত্রে আস্চেন !  
গতিক ভাল নয় । তাঁর কখনই সহজ মৃত্যু  
হয় নি ।

হৃক্ষর্ম কখন নাহি থাকে লুপ্ত ভাবে ।  
গ্রাসিলেও ধরা তারে প্রকাশ পাইবে ॥

( অমরসিংহের প্রস্থান । )

প্রথম অঙ্ক ।

তৃতীয় গর্তাঙ্ক ।

সুধীরের বাটীর এক ঘর ।

আদিত্য ও সরোদিনীর প্রবেশ ।

আদি । আমার সব জিনিস রওনা হয়েছে ; আমি তবে ব  
আসি । দেখ সুবিধা হলে মধ্যে২ আমার পত্র  
লিখ ।

সরো । দাদা তাওকি আপনি সন্দেহ কচ্ছেন ?

আদি । আর দেখ অমর যে তোমায় আন্তরিক ভাল-  
বাসে তা মনের কোণেও স্থান দিওনা । যৌবনের  
রীতিই ঐ । ফুলটি ফুটলেই গন্ধ বেরোয়  
শুকিয়ে গেলে কি আর গন্ধ থাকে ? অমরের  
প্রণয় ও ঐ রূপ ।

সরো । না, না, তিনি সে রকমের লোক নন ।

আদি । হঃ—সে রকমের লোক নন । তুমিও যেমন  
খেপেচ । মানুষের যেমন শরীবটি বাড়ে তেমনি  
আশাও বাড়ে । এখন তাঁর মনে কোন কুভাব না  
থাক্তে পারে কিন্তু তাবলে তাঁকে বিশ্বাস কি ?  
তিনি হলেন রাজপুত্র, রাজার মত না হলে কি  
তিনি তোমায় বিবাহ কর্তে পারেন ? কখনই না ।  
আর তুমিই কেন এটা বিবেচনা কর না যে তিনি  
ভুজং ভাজাং দিয়ে এখন তোমাকে স্ত্রীর স্থায়  
ব্যবহার কল্লেন তারপর রাজার মত না হওয়াতে  
তিনি তোমায় বিবাহ কর্তে পারেন না তখন  
তোমার কতদূর অপমান আর কি দুর্দশা হবে ?  
এজন্য খুব সাবধানে থেকে, তাঁর স্নমুখেও  
বেরিও না । সতীও যদি চাঁদের স্নমুখে গায়ের  
কাপড় খোলে তা হলেও লোকের তার উপর  
সন্দেহ হয় । কথায় বলে সাবধানের মার নেই ।

নরো। আপনি আমায় যা যা বল্লেন আমি তার একটু এদিক ওদিক কর্বোনা। কিন্তু আপনিও যেন অযোধ্যায় সাবধানে থাকেন।

আদি। আমার জন্তু তোমায় ভাবতে হবেনা। ইঃ— অনেক দেরি করে ফেল্লুম (নেপথ্যাভিমুখে দেখিয়া) এই যে পিতা আস্চেন; ভাল যাবার পূর্বে আবার একবার দেখা হল।

(সুধীরের প্রবেশ।)

সুধী। আরে আদিত্য তুমি এখনো দেরি কর্চো, তোমার লোকজন অপেক্ষা করে রয়েছে। দেখ এই কটি কথা বেস করে মনেরেখঃ—মনের ভাব কখন প্রকাশ কোরোনা; বিবেচনা না করে হঠাৎকোন কাজ কোরোনা; বন্ধু ছাড়া যার তার সঙ্গে আলাপ রেখনা; কলহ কোরোনা যদি করোত ভাল কোরেই কোরো; পোশাক দামি গোচের কোরো কিন্তু জাঁকজমুকে যেন না হয়, কেননা পোশাক দেখলেই লোক চেনা যায়। ধার দেয়াও মন্দ, নেয়াও মন্দ; কেননা ধার দিলে টাকাও যায় বন্ধুও যায়, আর ধার নিলে একটি পরস্রাও বাঁচে না। আর দেখ বাপু সৎলোকের মতন চোলো কারুর সঙ্গে চাতুরি কোরোনা।

আদি। যে আছে আমি আমি ।

স্বধী। হ্যাঁ এস, আর দেরি কোরোনা ।

আদি। ( সরোজিনীর প্রতি ) যা বলে গেলুম তা  
মহন রেখ ।

সরো। তা আর বোলতে ?

( আদিত্যের প্রস্থান । )

স্বধী। সরোজিনি! আমি আসবার পূর্বে তোমাদের  
কি কথা হচ্ছেল ?

সরো। ( সলজ্জভাবে ) আছে—যুবরাজ—(অর্কোক্তি)

স্বধী। হ্যাঁ ভাল কথা মনে হোলো । আমি শুনলুম  
তুমি নাকি যুবরাজের সঙ্গে নির্জনে কথাবাতা  
কও ! হিঃ আমার মেয়ে হয়ে তোমার এরকম  
করা ভাল নয় । এতে লোক তোমাকেও  
দুষবে আমাকেও দুষবে । আসোল ব্যাপার  
খানা কি ?

সরো। ( সলজ্জভাবে ) তিনি আমায় স্নেহ—(অর্কোক্তি)

স্বধী। স্নেহ ? তুমি যে কোচি মেয়ের মতন কথা  
কৈতে নাগলে । “তিনি আমায় স্নেহ করেন,  
ভাল বাসেন” এসবকি কাজের কথা ? আচ্ছা  
তাঁর কথায় তোমার বিশ্বাস হয় ?

সরো। তিনি আমার কাছে দিব্য করেচেন যে তিনি  
আমায় বিবাহ করবেন ।

স্বধী। আ পাগলি ওত দিব্যানয়, তোমার মতন বোকা পাগি ধরবার ফাঁদ। রত্ন গরম হলে কি মুখে দিব্যি আট্‌কায়? বাহোক তুমি ওসবে ভুলনা। যুবরাজের কি? তিনি হলেন ব্যাটা-ছেলে, যা খুসি তাই কর্তে পারেন তা বলে তুমিত তাঁর মতন যা ইচ্ছা তাই কর্তে পারবেনা? এইবার অবধি সঁবধান হও, তাঁর সঙ্গে কথা কৈওনা আর তাঁর স্বমুকেও বেরিও না। এস এখন যাই।

সরো। আচ্ছা চলুন।

(স্বধীব্র ও সরোজিনীর প্রস্থান।)

প্রথম অঙ্ক ।

চতুর্থ গর্তাঙ্ক ।

ছুর্গের সখান্নুসু বেদী ।

ভূগসিং, বিনয় ও অমরসিংহের প্রবেশ।

অম। উঃ—ভারি শীত পড়েচে।

বিন। আমার হাড়ে২ যেন ছুঁচ দিয়ে বিধঁ চে।

অম। এখন রাত কত?

বিন। বোধ হয় এখনো ছুপুর বাজেনি।

৩০ - ৭০৮  
Acc ১১০৩৩  
২২/১০/২০০৬

ভূপ। অজ্ঞে না।

বিন। বা হোক, সময় প্রায় হয়ে এল।

( নেপথ্যে বাদ্য ও তোপধ্বনি )

এমন সময় যে বাজনা বাজছে আর তোপ হচ্ছে ?

অম। রাজা মদের পিঁপে পার কছেন আর কি। একই  
বার মদ খাচ্ছেন আর অমনি বাজনা বাজছে আর  
তোপ হচ্ছে।

বিন। এই রকম প্রায়ই হয়ে থাকে বুঝি ?

অম। হ্যাঁ। আমি বলি ও খাওয়ার চেয়ে না খাওয়া  
ভাল। উনি মদ খান বোলে আমাদেরও লোক  
মাতাল বলে। হাজার কেন আমরা সংকল্প  
করি না, ঐ বদনামে সব ঢেকে যায়। জানইত  
ভাই, এক কলসি ছুদে এক ফোঁটা রিষপাক্ষ  
সব নষ্ট হয়ে যায়।

( ভূতের প্রবেশ । )

বন। যুবরাজ ! ঐ দেখুন, আস্চে !

অম। ( স্বগতঃ ) পরমেশ্বর রক্ষাকর। ইনি ভূত  
প্রেত বন্ধ রক্ষা যেই হোন আমি কথা কৈ।  
(ভূতের প্রতি) পিতঃ ! বহুদিন হোলো, আপনি  
প্রাণত্যাগ করেছেন, তবে আবার এই ঘোর



রাত্রে সাজোয়া পরে কি প্রকারে এলেন?  
বলুন? আমি কিছুই বুঝতে পাচ্চিনা।

(ভুতের হস্তদ্বারা অমরসিংহকে আত্মান)

বিন। ঐ আপনাকে হাত দিয়ে ডাক্চে। বোধ হয়  
ও আমাদের সাক্ষাতে কিছু বলবে না।

ভূপ। কেমন হাত নেড়ে ডাক্চে দেখেছেন? মশাই  
বড় এগুবেন্ না।

বিন। গেলেই মারা পড়বেন।

অম। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) কৈ এখনত কিচ  
বলেন না তবে আমি ভঁর সঙ্গে যাই। (যাইতে উদ্যত)

বিন। (বাধা দিয়া) না, না আপনি করেন কি?  
ভূতকে কি বিশ্বাস আছে; ও হয়ত আপনাকে  
জলে নিয়ে ফেলবে না হয় পাহাড়ের উপর নিয়ে  
গিয়ে এমনি ভর দেখাবে যে আপনি অচ্ছান  
হয়ে পড়বেন।

অম। ঐ দেখ আবার আমাকে ডাক্চে। (ভুতের প্রতি)  
আপনি চলুন আমি যাচ্ছি। (যাইতে উদ্যত)

ভূপ। (অমরের হস্ত ধরিয়া) আপনাকে আমরা কথ-  
নই যেতে দেব না।

অম। (ক্রুদ্ধ হইয়া) এখনি হাত ছেড়ে দে।

বিন । আপনি আমাদের কথা শুনুন, তা না হলে,  
কখনই ছাড়বো না ।

অম । (সক্রোধে) আমার যা কপালে আছে তাই হবে,  
এখনি আমার হাত ছেড়ে দে । (সজোরে হস্ত  
ছাড়াইয়া) এবারে যে আমার ধরবে আমি  
তাকে মেরে ফেলব ।

( ভূতের প্রস্থান ও অমরসিংহের তৎপশ্চাদ্ভাবন ) ।

বিন । পিতার মূর্তি দেখে যুবরাজ মরিয়া হয়ে  
গেচেন ।

ভূপ । ঠুঁকে একলা যেতে দেওয়া ভাল হল না, চলুন  
আমরাও যাই ।

বিন । আচ্ছা চল দেখা যাক কি হয় ?

( ভূপসিং ও বিনয়ের প্রস্থান । )

( ভূত ও অমরসিংহের পুনঃ প্রবেশ । )

অম । যা বলতে হয় এই খানেই বলুন ; আর আমি  
যাব না ।

ভূত । শুন বাছা মন দিয়া আমার কাহিনী ।  
এক দিন দিবাভাগে, উদ্যান মাঝারে,  
স্বপ্নের শয়নে আছি, রাজকার্য্য সাধি,  
এ হেন সময়ে, প্রবেশিল তথা, মম  
নরাদম ভ্রাতা, হস্তে তার বিষপাত্র,  
হরিতে আমার প্রাণ, আর যোধপুরী ।

নিজাবশে আছি আমি, দেখিয়া যাতুক,  
 দিল ঢালি মম কর্ণে সেই বিষরস ;  
 তখনি জমিল রক্ত : অন্ন-রস-যোগে "  
 যথা জমে দুগ্ধ, হায় ! মহাব্যাধি সম  
 উদিল বর্তুল-চয় এ সুন্দর দেহে ;  
 ডুবিল জীবন-ভরি অপঘাত-ঝড়ে ।  
 সাধি কার্য্য ছুরাচার, কৃতঘ্ন, কামুক,  
 লভিল রাজ্যীর মন, ভুলিতে তাহারে ।  
 তোর মাতা যত সতী প্রকাশিল কাজে,  
 প্রণয়ের প্রতি শোধ দিল ভাল মোরে ।  
 অপঘাত-মৃত্যু-বশে লভি ভূত-যোনি,  
 ঘুরিয়া বেড়াই নিত্য ঘোর নিশা-কালে ,  
 দিবা-ভাগে দহে অঙ্গ অগ্নি-কারাগারে,  
 পিপাসা আসিয়া দেয় দ্বিগুণ যাতনা ।  
 কত পাপ করিয়াছি জীবন-সময়ে,  
 প্রায়শ্চিত্ত সে সবার হতেছে এখন,  
 কত যে যাতনা সহি, বর্ণিতে নিষেধ,  
 শুনিলে তিলেক তার, শোণিত শুকাবে ,  
 তারা কারা তারা তোর পড়িবে খসিয়া ;  
 দাঁড়াইবে কেশ তোর মস্তক উপরে,  
 সজাকু রাগিলে যথা উঠে তার কাঁটা,  
 অথবা কদম্ব সম বরিষা-আগমে ।

তুমি আমার পরিত্যাগ করে চলে তবে আর  
আমার জীবনে প্রয়োজন কি ?

অম। বিনয় ! ভাই ছুঃখ করলে আর কি হবে। তুমি  
প্রাণত্যাগ কোরো না। যুবরাজ মহাবলকে  
আমি এই রাজ্য প্রদান করলুম। তিনি এলে  
তুমি তাঁকে আমাদের দোষগুণ বোলে এই  
অকাল মৃত্যুর সংবাদ দিও। হায় ! পৃথিবী  
অন্ধকার হয়ে আসছে। আর আমি তোমার  
চিরপরিচিত বদনমণ্ডল দেখতে পাচ্ছি না।  
আমার শবীর কমন কর্চে। আমায় বিদায়—

(মৃত্যু)

বিন। (ক্রন্দন করিতে) হা প্রিয়মিত্র ! তোমার শেষ  
এই দশা হল। কোথায় আজ তুমি সিংহাসনে  
বোসবে, না তুমি পাষণ্ডদের কচক্রে জীবন পরি-  
ত্যাগ করে, ধরাশায়ী হলে। তোমার মধুর  
বাক্য আর আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করবে না।  
হায় ! তোমার জীবন অন্ধ শেষ এইরূপে  
পরিণত হল।

যবনিকা পতন।

সম্পূর্ণ।

---







